দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

সব ভার্সিটিতে বিশ্বমানের পাঠক্রম চালু করুন॥ ইস্ট-ওয়েস্ট ভার্সিটি সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ দেশ ও জাতির স্বার্থে ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উচ্চশিক্ষায় বিশ্বমানের পাঠক্রম অনুসরণ এবং শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। খবর বাসসর।

রাষ্ট্রপতি সোমবার রাজধানীতে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ষষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি চ্যান্সেলর হিসেবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনও করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী। রাষ্ট্রপতি বলেন, মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ ও মেধাসম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি করায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি আরও বলেন, পাঠক্রমের শিক্ষার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে শিক্ষার্থীকে নৈতিকতা, দৃঢ়তা এবং সততা সম্পর্কিত নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের শিক্ষা দিতে হবে। এতে একজন শিক্ষার্থী ব্যক্তি জীবনে নৈতিক মান অর্জনের পাশাপাশি দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

সোমবার চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ এক কৃতী ছাত্রীর সঙ্গে করমর্দন করছেন

রাষ্ট্রপতি বলেন, একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের সুখ, সমৃদ্ধি এবং স্বনির্ভরতা অর্জন করতে আরও অনেক দূর যেতে হবে। এ জন্য বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের বিপুলসংখ্যক দক্ষ এবং যোগ্য মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্রপতি বলেন, আমার বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষকে এই ভূমিকা যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এ বছর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সর্বমোট ৬৪৪ ছাত্রছাত্রীকে ডিগ্রী প্রদান করে। ডিগ্রী প্রাপ্তদের মধ্যে স্নাতক পর্যায়ে ৪৩৫ জন (বিবিএ-২৬৭, কম্পিউটার সায়েন্স-১৯, কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-১০৩, ইনফরমেশন এ্যান্ড কমিউনিকেশন্স ইঞ্জিনিয়ারিং-২৮, ইংরেজি-১৭) এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ২০৯ জন (এমবিএ-১৫৩, এক্সিকিউটিভ এমবিএ-১৯, এমবিএম-২, এমএ ইংরেজী-১৮, এমডিএস-১০, এমএসইন সিএসই-৩, এমএসইন টেলিকমিউনিকেশনস ইঞ্জিনিয়ারিং-৪) জন। ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ১১ জন (৬ জন স্নাতক ও ৫ জন স্নাতকোত্তর) ছাত্রছাত্রীকে তাদের বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

সমাবর্তন বক্তা হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রফেসর এমিরিটাস, প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। অন্যানের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির পরিচালনাপর্ষদের সভাপতি জালালউদ্দিন আহমেদ, ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ শরীফ এবং উপউপাচার্য ড. মোহাম্মদ মূসা।